

মাঠে খেলবে জগন ও তৃণমূল, ঘরে বসে দেখবে দিলীপ ঘোষঃ পাণ্টা অনুরত

এবারের ভোটে মাঠে খেলবো আমরা, প্যাভিলিয়নে থাকবে তৃণমূলঃ দিলীপ ঘোষ



দুর্ভার্তা, বর্ধমান, ১৫ ফেব্রুয়ারি :
সোমবার সাত সকালে বৰ্ধমানের
স্টেশন এলাকায় 'চায়ে পে চার্ট' কে
মন্দিরীভূত যোগ দেন বিজেপির
বাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। এদিন
চায়ে পে চার্ট অনুষ্ঠানে জনসংযোগ
বাড়াবার সাথে সাথে তৃণমূলের
বীরভূত জেলা সভাপতি অনুরত
মন্দিরীভূত 'খেলা হবে প্রেসিডেন্সি' নিয়ে
কঠোর করে তিনি। তিনি বলেন
এবার নির্বাচনের ময়দানে খেলবে
বিজেপি। তৃণমূল থাকবে
বিজেপির এই কর্মসংহিতে। এবার
সালে বাংলা সালের দুর্বিশে
সবসময় গৱার মন্দিরের জন্য চিন্তা
করেন বলেই ৫ টাকার 'মা
ক্যান্টিন' শুরু করেছেন। এতে
বলেন, তখন সাধারণ মন্দির থেকে
পেট না বলে তাদের জন্য
লঙ্ঘনাবন চলত। আজ বাংলায়
সাধারণ মন্দিরের কাছে খাবার টাকা
নাই, রোজকার নাই। তাই
বিজেপি। তৃণমূল থাকবে
বিজেপির এই কর্মসংহিতে এবিং
উপস্থিত ছিলেন
জেলা সভাপতি সংদীপ নন্দী,
সাধারণ সম্পদক সুনীল শুণ্ড,

রেখেছেন, তাই সরকারি ক্ষাতিনে
থেকে হচ্ছে সাধারণ মন্দিরকে।
রাজ্যের উর্ধ্বান নাই, সাধারণ
মন্দিরে হাতে টাকা নাই। ৩০
টাকা কেজি চাল কিনতে পারেন না
তারা। তাই বাবো হয়েই ৮০
শতাংশ রাজেবাসীকে কে ২ টাকা
কেজি চাল খাওয়াতে বাবো হচ্ছে
তৃণমূল সরকার বলে আভিযোগ
করেন তিনি। এর প্রতিক্রিয়া দিতে
গিয়ে মুখ্য স্পন্সর দেনাথ বলেন,
কেন্দ্রের রিপোর্ট অনুযায়ী ক্ষুদ্র
কুরির শিল্পে কর্মসংহিতে দেশের
মধ্যে এক নম্বরে পরিষ্কৃত।
নির্বাচন বিধি
বিধিচানের নামে থামে থামে
পিকারিক করে সাধারণ মন্দিরে যদি
খাইয়ে দলে যুক্ত করেন তাই
বিজেপির কর্মসংহিত মুখ্যমন্ত্রী
সবসময় গৱার মন্দিরের জন্য চিন্তা
করেন বলেই ৫ টাকার 'মা
ক্যান্টিন' শুরু করেছেন। এতে
বলেন, তখন সাধারণ মন্দির থেকে
পেট না বলে তাদের জন্য
লঙ্ঘনাবন চলত। আজ বাংলায়
সাধারণ মন্দিরের কাছে খাবার টাকা
নাই, রোজকার নাই। তাই
বিজেপি। তৃণমূল থাকবে
বিজেপির এই কর্মসংহিতে এবিং
উপস্থিত ছিলেন
জেলা সভাপতি সংদীপ নন্দী,
সাধারণ সম্পদক সুনীল শুণ্ড,

পাড়ায় পাড়ায় ধর্ম। এখন ধর্ম
হলে অভিযোগ পর্যন্ত নিয়ে চায় না
থানা গুলো। এবস না দেখে
ধর্মের নদ ঠিক করতে ব্যক্ত রাজ্যের
জেলা সভাপতি মুখ্যমন্ত্রী। সাধারণ
মন্দিরের রেজকার নাই বলে ৩০ টাকা কেজি
চাল কিনতে পারেন না। তাই বাবো
হয়েই লোক কে ২ টাকা কেজি
চাল খাওয়াতে বাবো হচ্ছে
তৃণমূল সরকার বলে আভিযোগ
করেন তিনি। এর প্রতিক্রিয়া দিতে
গিয়ে মুখ্য স্পন্সর দেনাথ বলেন,
কেন্দ্রের রিপোর্ট অনুযায়ী ক্ষুদ্র
কুরির শিল্পে কর্মসংহিতে দেশের
মধ্যে এক নম্বরে পরিষ্কৃত।
নির্বাচন বিধি
বিধিচানের নামে থামে থামে
পিকারিক করে সাধারণ মন্দিরে যদি
খাইয়ে দলে যুক্ত করেন তাই
বিজেপির কর্মসংহিত মুখ্যমন্ত্রী
সবসময় গৱার মন্দিরের জন্য চিন্তা
করেন বলেই ৫ টাকার 'মা
ক্যান্টিন' শুরু করেছেন। এতে
বলেন, তখন সাধারণ মন্দির থেকে
পেট না বলে তাদের জন্য
লঙ্ঘনাবন চলত। আজ বাংলায়
সাধারণ মন্দিরের কাছে খাবার টাকা
নাই, রোজকার নাই। তাই
বিজেপি। তৃণমূল থাকবে
বিজেপির এই কর্মসংহিতে এবিং
উপস্থিত ছিলেন
জেলা সভাপতি সংদীপ নন্দী,
সাধারণ সম্পদক সুনীল শুণ্ড,

কটাক্ষ করে বলেন বিজেপির
রাজ্য সভাপতি। দিলীপ বাবুর
বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে
বীরভূত মুখ্য মন্ত্রী কংগ্রেসের
জেলা সভাপতি অনুরত মন্দিরে
কটক্ষের সুরে বলেন, কথায়
আছে না ৮০ না হলে ঘোষের
সাবালক হয় না। এবারে নির্বাচনী
মাঠে জনগন খেলবে, তৃণমূল
খেলবে, বলে বসে খেলা দেখবে
এই বুড়োভাব ঘোষ। আর রখ
তো কাঠের চাকর হয়, সোহাগের
নয়। কোথা থেকে একটা ভাঙা
টাক এনে রখ বানিয়ে ঘুরছে,
সেটাতে আমি চড়তে ঘোষ।
আমার তো ঘোষেরে কাজ নাই
হচ্ছে। তখনই তৃণমূলের হার-
পাঞ্জারের ছবি বেরিয়ে পড়বে
জনসাধারণের সামান বলে দাবী
দিলীপ ঘোষের। অনুরত মন্দিরের
বেলা হবে কথার প্রতিক্রিয়া তে
তিনি বলেন, উনি তো খেলেছেন
অনেকবার, এবারে নির্বাচনে খেলা
খেলেন জনসাধারণে। 'খেলা হবে'
এই সব বাংলাদেশি শাঙ্গান ধার
করে এনে পরিষ্কৃত কে প্রেটার
বাংলাদেশ বানাতে চাইছেন।
বিজেপির প্রতাৰ্বৰ্তন ঘোষ তো
ভূত পিলোর কেন্দ্র প্রকল্পে এবিং
ক্ষুণ্ণ প্রতি উভয়ে বাড়িতে বেস টিভিতে
দেখেছেন, সুযোগ পেলে উনি
আসে রখে চড়ে বসতেন বলে

বিজেপির লোক।

অন্যদিকে 'পিলোর দৃঢ়' ট্যাবলো
কে কটাক্ষ করে দিলীপবাবুর বলেন,
জয় শ্রীরাম নামে পালিয়ে গেলো সব
ভূত, পাতার পাড়ায় এখন যেমন
দৃঢ়। দিদিমণির কেন্দ্র প্রকল্পে
কটক্ষের চালাতে হচ্ছে বলে
করেন তাই বাবো হচ্ছে। কাঠে
করবারে পরিষ্কৃত করেছে। কাঠে
করবেন না, সত মৃৎ তেলেও পুড়ুরে
না। আয়ুষ্মান ভারতে দেডকোটি
সোকের সুরক্ষা। আর স্বাস্থ্য সাধী
প্রকরে ১০ কোটি মানুষের সুরক্ষা।
কোনটা ভালো? পরীক্ষা ছিল
কেন্দ্রে? তোরা বালবি, আর দুর্জি
করবেন পরীক্ষা হলে পুরুষ মহিলার
মত ফুলবি। মহিলারে জন্য কাঁচ
মহিলার প্রধান। তাদের বাকিরে
কাঁচের না, সত মৃৎ তেলেও পুড়ুরে
না। আয়ুষ্মান ভারতে দেডকোটি
সোকের সুরক্ষা প্রদান করে আসে
বিজেপির কথা কে বেরিয়ে আসে
জামাইয়ের? ২০২১ জামাই যষ্টীর
দিন একুশ পদ করে পেটুক
জামাইকে খাওয়ানো হবে বাংলার
জামাইকে কটাক্ষ চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের

হাতা খুঁটি আছে। আর আপনাদের

গণতান্ত্রের রান্নায়েরে একুশ পদের

রাজ্য খাওয়ানে হবে একুশের ভূত

বাজ্য সভাপতি নিয়ে দেখেন বিজেপি

বিজেপি। তৃণমূল থাকবে

বিজেপির এই কর্মসংহিতে।

বিজেপির লোক।

প্রাণের লোক।

প্র